Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 72-77
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.010

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবেদান্তে আত্মাতত্ত্ব: একটি বিশ্লেষণ

তাপস ঘোষ, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, খাঁদরা কলেজ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.07.2025; Accepted: 23.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Search for ultimate truth in human life is the fundamental issue in Indian philosophy both classical and modern contemporary aspects. Both heterodox and orthodox philosophical schools and related thinkers established their views in their own ways regarding ultimate truth or highest reality. In this contest spiritualism, materialism, idealism, realism, takes a vital role. Besides, epistemology and metaphysics are also truly play role for searching absolute or ultimate truth or reality. In sankaracharrya's Vedanta, defining and essence of Brahman or self (soul) is main concern for establishment of monism (non-dual philosophy). Sankar also asserts that in the objective points of view soul is defined as Brahman and in the subjective points of view soul is defined as Atma. Knowledge base self-enquiry for realization of supreme reality as brahman or soul is the key concept of Advaita Vedanta. However, Sankaracharyya in his Advaita Vedanta defined self (soul) as Saccidānanda (truth, conscious, bliss) and that self is identical with brahman as ultimate truth in the transcendental point of view. Similarly, self or soul also defined in Sankar's monism as jīva (jīvatma) and that self (jīva) in not pure self or soul; also different (not identical) with Brahman in the empirical point of view. Jiva or individual self in not ultimate truth. It is mere appearance of pure self or Brahman. It is made due to ignorance. Due to avidya or ajana (ignorance) over maya self is associated with Antaḥkaraṇa. (Body, mind, sense organ etc.) and then self is in bondage and conscious is limited. Realization of the identity between the self and the Brahman is called liberation or salvation through knowledge base self-enquiry with teaching srabana, manana , nididhyasanan of Tat Tvam Asi(That Thou Art or Thou Art That).

Keywords: Advaita Vedanta, Indian Philosophy, Brahman, Self, Jiva, Bondage, Salvation

সাধারণত আত্মা বলতে দেহ-মন-ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত চেতনসত্তাকে বুঝিয়ে থাকে। এই আত্মা উৎপত্তি-বিনাশহীন, যদিও জড়বাদীদের (চার্বাক) মত ভিন্ন। নির্গুণ ও সগুণ আত্মার স্বরূপ মতান্তরে আলোচিত হয় ভারতীয় দর্শন ক্ষেত্রতে। মূলত আত্মার দুইরকম অবস্থান লক্ষিত হয় ভারতীয় দর্শন চর্চায়- (১) দেহ-মনাদি যুক্ত আত্মা ও (২) দেহ-মনাতিরিক্ত শুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য, বুদ্ধ আত্মা। অনাত্ম (no soul), আত্মার বহুত্ব (ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্তি মানুষের মধ্যে স্থিত ভিন্ন আত্মা), আত্মার একত্ব (ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি- মানুষের মধ্যে বর্তমান একই আত্মা), আত্মার দ্বৈত (পরমাত্মা ও জীবাত্মা), ইত্যাদি আত্মার ধারণা চর্চা ভারতীয় দর্শনে অব্যাহত। বেদ বিরোধী ও জড়বাদী চার্বাকদের কাছে 'চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা'। দেহ ও আত্মা একই। দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ নিশ্চিত হয়। এই আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন অতিরিক্ত কোন চেতনসত্তা নয়। চতুভুতের সংমিশ্রণে সৃষ্ট যে দেহ, সেই দেহই আত্মা। চৈতন্য দেহের ধর্ম বা গুন। চার্বাকদের আত্মা সম্পর্কে এই ধারণা 'দেহাত্মবাদ' বা ভুতচৈতন্যবাদ নামে পরিচিত ভারতীয় দর্শনে। বহুত্ববাদী ও বস্তুবাদী জৈনদের দৃষ্টিতে আত্মা ও জীব সমার্থক। এই আত্মা নিত্য দ্রব্য ও চৈতন্য আত্মার স্বধর্ম। আত্মার সমার্থক রূপে একাধারে জীব জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা, অনদিকে নিত্য, অপরিনামী ও স্বপ্রকাশ, সর্বজ্ঞ, আনন্দময় ও অনন্তশক্তি

সম্পন্ন। আত্মা বা জীবের দুটি রুপের কথা জৈনরা বলেন, (১) পুদ্গালের দ্বারা জগত সংসারে আবদ্ধ ও (২) পুদ্গালের বন্ধন ছিন্ন করে নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ,আনন্দময় অবস্থা। বৌদ্ধরা পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিকে আত্মা বলেছেন। এই আত্মা বাহ্যিক ও মনোজগতে কোন স্থায়ী সত্তা নয়। দেহ-মনের যে দৈহিক ও মনসিক অবস্থা সেই অবস্থার সংঘাত-ই হল আত্মা। এই সংঘাত নাম-রূপ নামে চিহ্নিত বৌদ্ধ দর্শনে। বিজ্ঞান বা চেতন প্রবাহ-ই হচ্ছে আত্মা। ন্যায়- বৈশেষিকদের মতে আত্মা প্রমেয় পদার্থ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে আত্মা দুই প্রকার। জীবাত্মা বহু, বিভু, নিত্য। পরমাত্মা এক, নিত্য ও বিভু। আত্মা স্বরূপত দেহ, মন, ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়,নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, যদিও অবিদ্যা জনিত কারনে আত্মা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হলে বদ্ধ আত্মা জীব রূপে হাজির হয়। বন্ধনদশায় আত্মাতে চৈতন্য বা জ্ঞান গুনের উন্মেষ ঘটে এবং নিজেকে কর্তা ভোক্তা ও জ্ঞাতা মনে করে। সাংখ্য- যোগ মতে, আত্মা পুরুষ নামে খ্যাত। এই পুরুষ স্বপ্রকাশ ও চৈতন্য স্বরূপ এবং সংখ্যায় বহু। আত্মা বা পুরুষ সাংখ্য মতে দ্রব্য যেমন নয়; চেতন বা জ্ঞান পুরুষের ধর্মও নয়। এই পুরুষ নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ বুদ্ধ, নির্বিশেষ, নির্গুণ, সর্বব্যাপী অসঙ্গ উদাসীন সাক্ষী মাত্র। মীমাংসকরা আত্মা বলতে দেহ ইন্দ্রিয়, মন থেকে পৃথক সত্তাকে বুঝেছেন। প্রভাকর মীমাংসক বলেন, স্বরূপ নিত্য, বিভু, অচেতন, নির্গুণ অ নিষ্ক্রিয় দ্রব্য হল আত্মা এবং এই আত্মার আনিত্য গুন হল চেতনা। ভাট্টরা বলেন, দ্রব্যরূপে আত্মা জড় ও জ্ঞাতারূপে আত্মা চেতন। অদ্বৈত বেদান্তে আত্মা হচ্ছে সচ্ছিদানন্দ স্বরূপ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে স্বরূপত নির্গুণ, নিত্য,শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জীব(জীবাত্মা) ব্রহ্মের থেকে ভিন্ন অবস্থান করে এবং অবিদ্যা জনিত কারনে কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারদশা প্রাপ্তি হয়। মায়ার কারনে একই আত্মা বহু জীবে বহুরূপে প্রতিভাত হয়। এবং জ্ঞানের দ্বারা মায়াজাল ছিন্ন করে জীবাত্মা নিজের স্বরূপ- অয়ং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি হৃদয়গম করে। রামানুজ তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বলেছেন, আত্মা হল দ্রব্য এবং চৈতন্য আত্মার একাধারে যেমন স্বরূপ তেমনই স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য গুন। আত্মা বা জীব ব্রহ্মের চিৎ অংশ এবং নিত্য। জীব ও ব্রহ্ম কার্যত ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপত অভিন্ন। এই জীব বা আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা। জীবের স্বরূপ চৈতন্য বা স্বরূপ জ্ঞানকে 'ধর্মীভূতজ্ঞান' এবং জীবের গুনরূপ চৈতন্যকে 'ধর্মভূতজ্ঞান' বলা হয়েছে রামানুজের বেদান্তে।

বেদান্ত হল বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ (The end of Vedas), অর্থাৎ উপনিষদ। উপনিষদের চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে বেদান্তের আবির্ভাব হলেও ব্রহ্মসুত্র ও ভগবতগীতার প্রভাব বেদান্তের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। উপনিষদ, ব্রহ্মসুত্র ও ভগবতগীতা-এই তিনটি বেদান্তে প্রস্থানত্রয় নামে পরিচিত। আচার্য শঙ্কর বেদ, প্রস্থানত্রয় ও গৌড়পাদ কারিকাকে ভিত্তি করে এক সুশৃঙ্খল, মৌলিক, যুক্তিযুক্ত অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় একটি বাক্যে প্রকাশ করা যেতে পারে, সেটি হল- 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ও জীব ব্রহ্ম স্বরূপ'। শঙ্করের মতে, পারমার্থিক দিক থেকে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব-ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্যাবহারিক দিক থেকে তিনি জগতের সত্যতা স্বীকার করেছেন এবং ব্রহ্ম ও জীবের ভিন্নতা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ত্রিকাল অবাধিত ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্তার স্তরে সত্য এবং সবকিছুই ব্রহ্ম। এই ব্যাবহারিক জগত মায়ার ফসল, অর্থাৎ মিথ্যা (সৎ, অসৎ কোনটিই নয়) এবং ব্যাবহারিক জগতে কর্মজনিত বন্ধন ও অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বারা আবিষ্ট থাকায় জীব নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারায় নিজেকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক বলে মনে করে এবং জাগতিক জাগতিক সুখ-দুঃখের জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে এবং বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জীব যখন অবিদ্যা বা অজ্ঞানের মায়াজাল ছিন্ন করে 'আমিই ব্রহ্ম'-এইরূপ আত্মোপলব্ধি (self-realization) করে তখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং জীবের এই ব্রহ্ম অভিন্নতাই হল জীবের (আত্মার) আসল স্বরূপ- সচ্চিদানন্দময় রূপে ব্রহ্মের স্বরূপের সঙ্গে একাত্মতা আনুভব করা।

জ্ঞানের আলোকে, আত্মানুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে আত্মোনুভবের শেষ স্তরে পারমার্থিক জগতে স্থিত পরমসত্তা রূপে ব্রহ্মকে হাজির করেছেন আদি বিদ্বান অদ্বৈত বেদান্তী শঙ্কর। তিনি বলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা (সৎ, অসৎ কোনটি নয়), দেহাদি বন্ধন যুক্ত আত্মা (জীব) মায়াবী ও বন্ধনহীন মুক্ত আত্মা (জীব) ব্রহ্মের মতো সত্য ও ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন। চিন্তার দুটি মৌলিক সূত্র (নিয়ম)- তাদাত্ম্য সূত্র বা নিয়ম (যা সৎ, তা সৎ-ই) ও বিরোধ বাধক সূত্র বা নিয়ম (সৎ বস্তু একই সঙ্গে সৎ ও অসৎ- এর আশ্রয় হতে পারে না) এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ম থেকে নিঃসৃত দুটি বাধ- জ্ঞানীয় বাধ ও যৌক্তিক বাধকে ব্যবহার করে শঙ্কর বহির্জাগতিক শুদ্ধ সত্তা রূপে ব্রহ্ম এবং মনোজাগতিক শুদ্ধ সত্তা রূপে বা বিষয়ীরূপে আত্মা কে প্রতিপাদন করেছেন। শঙ্কর বিষয়রূপে ব্রহ্ম ও বিষয়ীরূপে আত্মা কে অভিন্ন

বলেছেন। তিনি পরম সত্তারূপে ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেন,

> "ব্রহ্ম অনন্ত, অসীম, সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণ, এক ও অদ্বয় সত্তা। এই অদ্বয় সত্তা যেমন একদিক থেকে নিরাকার, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরবয়ব, অনির্বচনীয়, ভেদ ও পরিণামরহিত, ঠিক তেমনই অন্যদিকে এই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, স্বয়ম্ভূ সর্বগত সর্বোচ্চ, সর্ব ব্যাপক ও সচ্চিদানন্দ।" [১]

বেদান্তী বলেন শুদ্ধ বিষয়ীরূপে আন্তরজাগতিক বিভিন্ন বৈচিত্রে অনুবর্তমান যে পরমতত্ত্ব তাই আত্মা। ঠিক একই ভাবে বহির্জাগতিক সকল বস্তুতে বস্তুস্বরূপ রূপে অনুবর্তমান যে পরমতত্ত্ব তাই ব্রহ্ম। অর্থাৎ, সবকিছুই ব্রহ্ম; ব্রহ্মই সবকিছু।

বেদান্তী বলেন, বিশেষ বস্তুমাত্রই ভেদযুক্ত।[২] ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিরবয়ব হওয়াই ভেদ্যুক্ত বা ভেদরহিত। আর ব্রহ্মের এই ভেদহীনতা প্রমান করে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ ও অবয়বহীন সত্তা। সচ্চিদানন্দ, নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম শূন্য নয়। উপনিষদে নিস্প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব সচ্চিদানন্দা স্বরূপ- এই সদর্থক শব্দের নঞর্থক ব্যাখা ব্রহ্ম যে শূন্য তা প্রমান করে না। 'নেতি নেতি' করে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়। ব্রহ্ম নির্গুণ যেমন একটি ভাব, ঠিক তেমনই ব্রহ্ম স্বগুণ- এটিও একটি ভাব যেটা বেদান্তে উল্লেখ আছে। প্রথমটি উপাধি বর্জিত ও নির্বিশেষ এবং দ্বিতীয়টি উপাধি বিশিষ্ট ও স্ববিশেষ। উপনিষদে প্রথমটি পরব্রহ্ম; দ্বিতীয়টি অপরব্রহ্ম বলে উল্লিখিত।

মায়া নামক মিথ্যা (অনির্বচনীয়) কে সামনে রেখে শঙ্কর যেমন ঈশ্বর ও জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন, ঠিক তেমনই অজ্ঞান/ অবিদ্যা কে সামনে রেখে জীবের জাগতিক বন্ধন ও ব্রহ্মের সাথে ভিন্নতা প্রতিপাদন করেছেন। অদ্বৈত বেদান্তে আত্মার দুই রকম চরিত্র বা অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়- প্রথমত; আত্মা পরমসত্তা রূপে যে ব্রহ্ম তাঁর সাথে অভিন্ন, আর, দ্বিতীয়ত; আত্মা মায়া সৃষ্ট ও অবিদ্যা/ অজ্ঞান উপহিত হয়ে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়,বুদ্ধি সমষ্টি রূপে জীব (জীবাত্মা) যা ব্রহ্মের সাথে ভিন্ন। আত্মা বা জীবের প্রথম অবস্থা পারমার্থিক জগতে, আর দ্বিতীয় অবস্থা ব্যাবহারিক জগতে স্থিত ও সত্য। শঙ্কর চিন্তার সূত্রদ্বয় ও বাধদ্বয়ের দ্বারা ব্রহ্মের উপস্থাপন বা প্রতিপাদনের পাশাপাশি শুদ্ধ বিষয়ী ও চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে উপস্থাপন বা প্রতিপাদন করেছেন একই ভঙ্গীতে। তিনি বলেন,

> "ভাবাত্মক বিষয়ীরূপে প্রতিভাত সকল ব্যপারের মধ্যে দিয়ে যা সৎ-রূপ প্রকাশমান তাই আত্মা।"[৩]

এই আত্মা নিত্য, ভেদরহিত, নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় , অদ্বয়, নির্বিশেষ, সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ এবং শুদ্ধ বিষয়ীরূপে আত্মা প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত নয়- অনুভবসিদ্ধ ও অনির্বচনীয়, নির্গুণ ও ও পরিনামহীন। K.P.Sinha-র মতে,

> "pure consciousness or caitanya is the eaance of the self. It is not the consciousness of any particular form but is pure consciousness or awareness common to all forms of knowledge. And, consciousness being self-luminous, the self is essentially self-luminous."[4]

শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন আত্মা মায়ার দ্বারা আবিষ্ট হয়ে অজ্ঞানের কারনে দেহ-মনাদি অন্তঃকরণের সাথে যুক্ত হয়ে 'জীব রূপে' আবির্ভূত হয় (mere appearance of pure soul into jiv)

রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন,

> "The individual self is a system of memories and associations, Desires and dislikes, of preferences and purpose."[5]

অদ্বৈত বেদান্তী বলেন, এই আবিদ্যা প্রসুত ও উপাধি উপহিত আত্মা-ই জীব আর এই জীব জগতের সবকিছুর জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। বেদান্তী জীবের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আত্মাতে আনাত্মার অধ্যাস, সাক্ষী চৈতন্যের

---

[১] মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃষ্ঠা- ২৯৫

[২] ভেদ তিন প্রকার- স্বগতভেদ, স্বজাতীয়ভেদ ও বিজাতীয়ভেদ

[৩] সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা। পৃষ্ঠা- ২৬৫

[4] Sinha, K.P, The Self in Indian Philosophy, Punthi Pustak, Calcutta. Pp, 69

[5] Radhakrishnan, S, Indian Philosophy 2, Oxford University Press, Delhi. pp 595

মন , বুদ্ধি, ইত্যাদি অন্তঃকরণের সাথে যুক্ত হওয়া অহংরূপ জীবের উৎপত্তি নিশ্চিত করে। মূলত; জীব হচ্ছে আত্মা ও দেহের সমাহার।

> "ব্রহ্ম যখন সূক্ষ্ম- শরীর, স্থুল শরীর, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রান, মন, বুদ্ধি- এই সকল উপাধির দ্বারা উপহিত (সীমিত) হয় তখনই তাকে জীব বলে।"[৬]

অগণিত অন্তঃকরণের দ্বারা উপহিত হয়েই এক-ই আত্মা বহু জীবে রূপান্তার হয়, অন্তঃকরণের ভিন্নতা জীবের ভিন্নতা সূচিত করে। জীবের পুনঃ জন্মের বিষয়ে শঙ্কর বলেন, জীবের মৃত্যু স্থুল শরীর নষ্ট করে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর অবশিষ্ট থেকে যায় এবং এই সূক্ষ্ম শরীর কর্মফল আনুসারে নতুন দেহ ধারন করে- এটাই জীবের পুনঃ জন্ম। মোক্ষ লাভে জীবের জন্ম প্রবাহ রুদ্ধ হলে জীব সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের সাথে নিজেকে অভিন্ন বলে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধি নিজেকে জানা-নিজের আসল স্বরূপকে জানা; অয়ং ব্রহ্ম- এরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে জানা বেদান্তীর জ্ঞান তাত্ত্বিক ভাববাদের সোপান যা বন্ধনহীন জীবকে(আত্মাকে) পারমার্থিক স্তরে একমাত্র সত্তা রূপে পরম ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন করে। শুদ্ধ চৈতন্য থেকে পৃথক জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা রূপ জীবাত্মা বেদান্তীর কাছে সাক্ষী- চৈতন্য, আর এই সাক্ষী চৈতন্যরূপ বিশিষ্ট জীবাত্মার পারমার্থিক পারমার্থিক সত্যতা নেই, যদিও ব্যাবহারিক সত্যতা বেদান্তী স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,

> "অদ্বৈতবাদীদের কাছে জীবাত্মার কোন স্থান নেই। তাহাদের মতে জীবাত্মা মায়ার সৃষ্টি; আসলে জীবাত্মার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।"[৭]

অদ্বৈত বেদান্তী শঙ্কর 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'- অর্থাৎ, জীব ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়- জীব ব্রহ্ম স্বরূপই। প্রাসঙ্গিক ভাবে ব্রহ্ম ও জীবের পারমার্থিক অভিন্নতা ও ব্যবহারিক ভিন্নতাকে গ্রহণ করা হয়েছে অদ্বৈত বেদান্তে। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে উপলব্ধ বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে অদ্বৈত বেদান্তী জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাকে পরিস্ফুট করেছেন। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে জীব জাগ্রত, স্বপ্ন, ও সুসুপ্তি- এই তিনটি ভিন্ন অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করে। জাগ্রত অবস্থায় জীবের ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ইত্যাদি সক্রিয় থাকে এবং এই অবস্থায় জীব স্থুল শরীরের সাথে নিজেকে অভিন্ন রূপে প্রকাশ করে ও নানা বিষয়কে জানে। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল নিষ্ক্রিয় থাকে কিন্তু অন্তঃকরণ সক্রিয় থাকায় জাগ্রত অবস্থায় অনুভবের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বপ্নাবস্থায় জীব বিষয়কে জানে। সুসুপ্তিকালে জীবের কোন বিষয়ের জ্ঞান হয় না, এই অবস্থায় বিসয়-বিষয়ী, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-এই রূপ কোন ভেদও থাকে না। জীব তখন দেহ, অন্তঃকরণ ইত্যাদি দ্বারা সীমিত নয়। এই অবস্থা কিন্তু কখনই অবস্থা নয় কারণ সুষুপ্তির পর জীব সুষুপ্তির অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে- সুখে ঘুমিয়ে ছিলাম, ভাল ঘুম হয়েছে। এই অবস্থায় আমরা সাময়িক ভাবে আত্মার অনন্ত জ্ঞান, বিষয়হীন অনন্ত স্বরূপত উপলব্ধি করি। জাগ্রত অবস্থার পর আবার মানুষরূপী জীব মানে আমরা ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ইত্যাদি দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে জগৎ ভ্রমে পড়ে যাই। বেদান্ত বলে এই তিন অবস্থাতেই চৈতন্য বর্তমান থাকে।

বেদান্তী তাঁর অদ্বৈতবাদে দেখিয়েছেন যে, ব্রহ্ম ও জীবের ব্যবহারিক ভেদ মূলত অবচ্ছেদবাদ, প্রতিবিম্ববাদ- এই দুটি মত বা ব্যাখ্যার দ্বারা স্থাপিত হয়। দুটি মতবাদ-ই মূলত জীবকে অন্তঃকরণ হেতু পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম বা আত্মা থেকে কখনও অদচ্ছেদ্ রূপে, কখনও প্রতিবিম্ব রূপে, আবার কখনও আভাস রূপে পৃথক করে। মূলত অন্তঃকরণ বিলুপ্ত হলে অবচ্ছেদের ভেদ বিলুপ্ত হয়, প্রতিবিম্বরূপ জীব আত্মারূপ বিম্বের সাথে অভিন্ন হয়। ব্রহ্ম (আত্মা) ও জীবের পারমার্থিক অভেদ বা অভিন্নতা 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যের সাহায্যে প্রতিপাদন করা হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে,

> "'তৎ ত্বম অসি', তুমিই সেই- এ হল মহাবাক্য। সবকিছুর মধ্যে যা সূক্ষ্মতম, তা-ই সৎ। এই সৎ ই একমাত্র সত্য। এই চিরন্তন সত্তাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। 'তত্ত্বমসি', তুমিই সেই (আত্মা)-এই হল বেদান্তের সারকথা। সেই আত্মাই আমাদের স্বরূপ- যা শুদ্ধচৈতন্য, সকল বস্তুর সারাৎসার।"[৮]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ প্রকাশর্থে বলছে,

> "আমিও যে, তুমিও সে, তুমিও যে, আমিও সে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

---

[৬] মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃষ্ঠা- ২৯৯

[৭] মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃষ্ঠা- ৩০০

[৮] লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, উপনিষদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃষ্ঠা- ২৮১,২৭৮

পণ্ডিতগণ তোমার ও আমার মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না।"[৯]

বিবেকানন্দ জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, বিবেকানন্দ বলেছেন,

> "তুমি যখন নিজেকে দেহমাত্র বলিয়া ভাব তখন তুমি বিশ্বজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন; নিজেকে যখন জীব বলিয়া ভাব, তখন তুমি সেই শাশ্বত মহান জ্যোতির একটি কণিকা মাত্র, আর যখন নিজেকে আত্মা বলিয়া ভাব, তখন তুমিই সবকিছু।"[১০]

জীব স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা এবং ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন অন্ততঃ পারমার্থিক সত্তার স্তরে, কিন্তু এই জীব অনাদি অন্তঃকরণের ও কর্মের জন্য অবিদ্যা হেতু সংসার জীবনে আবদ্ধ হয় তখন জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা বিস্মরণ ও দেহাদির সাথে একাত্মতা জীবের মধ্যে অহংবোধ জাগরিত করে- বন্ধন দশা সূচিত হয় এবং জ্ঞাতা-কর্তা- ভোক্তা রূপে জীবের তথা মানুষের পথ ছলা শুরু হয়।

মানুষরূপী জীবের কর্ম (সকাম কর্ম) ও অজ্ঞানতা জনিত একের ধর্ম অন্যের ওপর আরোপ নিজ স্বরূপ উপলব্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই বাধ বা বন্ধনকে অধ্যাস বলে। এই অধ্যাসের অভাবই মুক্তি। জীবের বন্ধন ও মোক্ষ কে যথাক্রমে 'আত্মবিস্মরণ ও আত্মস্বরুপলব্ধি' বলা হয়েছে বেদান্তে। শঙ্কর বলেন, আত্মজ্ঞানের উদয় যেমন অজ্ঞানতা দূর করে থিক তেমনই জীব তার আসল স্বরূপের জ্ঞান লাভ করে।এবং উপলব্ধি করে যে, সে স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। যেহেতু উপাস্য ও উপাসকের ভেদ উপাসনা নিশ্চিত করে এবং ভেদ মাত্রই অজ্ঞান জন্য তাই শঙ্করের কাছে উপাসনা মোক্ষ লাভের সহায়ক নয়। ব্রহ্ম জ্ঞানই একমাত্র মোক্ষ লাভের উপায়। চরম পুরুষার্থ রূপে আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মস্বরূপলব্ধি হয়। এই ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য নিত্য- নৈমিত্তিক ও নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়ে চিত্তশুদ্ধি করা আবশ্যক। শুদ্ধ চিত্তে ইচ্ছে জাগরিত হলে সাধন-চতুষ্টয়- এর প্রয়োজন। সাধন চতুষ্টয় হল- (১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, (২) ইহামূত্রার্থাভোগ-বিরাগ, (৩) শমদমাদিসাধন, (৪) মুমুক্ষত্ব। সাধন চতুষ্টয়-এর পর প্রয়োজন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যসনের। মোক্ষাড়থি শ্রদ্ধার সঙ্গে তত্ত্ব জ্ঞানী গুরুর কাছে আত্ম বিষয়ক তত্ত্ব যেমন, 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি উপনিষদীয় মহাবাক্যের শ্রবন করবেন, তারপর বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক সেই সকল তত্ত্বের তাৎপর্য নির্ণয় করবেন- যাকে মনন বলে। মননের পর ধ্যানের সাহায্যে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব অন্তরে নিয়ত ধারন পূর্বক সাক্ষ্যাৎকার করবেন- যাকে নিদিধ্যাসন বলে। এইভাবে মানুষরুপী জীবের মোক্ষ লাভ হয়। মুক্তিতে জীবের আমিত্ব বা জীবত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়। উপাধি মুক্ত হয় জীব এবং ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা লাভ করে। এই মোক্ষ পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা। শঙ্কর বলেন, মোক্ষ স্বাভাবিক- কোন ভাবেই উৎপাদ্য বা উৎপন্ন যোগ্য নয়, মোক্ষ নিত্য; মোক্ষ উপলব্ধির বিষয়- এই উপলব্ধি 'প্রাপ্তের প্রাপ্তি'। এই মুক্তি বা মোক্ষ বেদান্ত মতে দুই রকম- জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তি। জীবমুক্তি হল দেহ থাকা অবস্থায় যে মুক্তি এবং এই অবস্থায় জীব অনাসক্ত, নির্লিপ্ত ও নিষ্কাম করমে নিযুক্ত থাকেন। বিদেহ মুক্তি হল জীবের স্থুল ও সূক্ষ্ম শরীরের ধ্বংস এবং সেখানে প্রারব্ধ কর্মের ফল শেষ। এই বিদেহ মুক্তি বা মোক্ষই হল জীবের ব্রহ্মের সাথে এক ও অভিন্ন হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য।

উপসংহার:

অদ্বৈতবেদান্তী পারমার্থিক স্তরে পরম ও একমাত্র সত্তারূপে ব্রহ্ম কে স্বীকার করে জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা ও পারমার্থিক মিথ্যাত্ব স্বীকার করার মধ্য দিয়ে এবং ব্রহ্ম ও জীবের পারমার্থিক অভিন্নতা ও ব্যাবহারিক ভিন্নতা প্রতিপাদনের মধ্যে দিয়ে স্বকীয় অদ্বৈতবাদ (monism) প্রতিষ্ঠা করেছেন যা ভারতীয় দর্শন চর্চার ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ হয়ে থেকে গেছে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মূলত অধিবিদ্যক জগতে সমাদৃত এবং এই অদ্বৈতবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদ পারমার্থিক জগতে বা অধিবিদ্যক জগতে স্থিত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং বন্ধন মুক্ত জীবরূপে মানুষ ঐ ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন বলে দাবী করে এবং আরও দাবী করে যে জগতস্থিত মানুষ যারা নানা কর্ম কাণ্ডের সাথে যুক্ত তারা কার্যত মিথ্যা মায়ার মিথ্যা ফসল; অন্ততঃ ব্রহ্মের মতো সত্য নয়- আর যাইহোক না কেন। এই অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যার দ্বারা সাধারণ মানুষের ব্যাবহারিক জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করা খুবই কষ্ট সাধ্যের; প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। 'সব কিছুই ব্রহ্ম' এবং 'ব্রহ্মই সব কিছু'- যদি তাই হয় তাহলে জীবরূপী

[৯] মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃষ্ঠা- ৩০২-৩

[১০] মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃষ্ঠা- ৩০৪

মানুষকে বন্ধনে ফেলে আবার তাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্তি বা মোক্ষ লাভের চেষ্টা করানোর উদ্দেশ্য কী? এটা সঠিক ভাবে বোধগম্য হয় না। তাছাড়া, শঙ্কর বলেন জ্ঞানের আলোকে আত্মবিশ্লেষণের (selfenquiry) মাধ্যমে জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা রূপে জীব আত্মোপলব্ধি (self-realization) করে যে সে শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মার বা ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন, কিন্তু মুশকিল হল এই জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্তা রূপে জীবের সত্তাতাত্ত্বিক অস্তিত্ব (ontological reality) শঙ্কর স্বীকার করেননি। যাইহোক, মোটের ওপর বলা যায়, শঙ্করের ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব রূপে অদ্বৈতবাদ হিন্দু দর্শনে পরবর্তী দর্শন চর্চার ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ্য, সেটা রামানুজের বেদান্ত হোক কিম্বা সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ব্যাবহারিক বেদান্ত বা কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের অতীন্দ্রিয় ভাব্বাদ (transcendental ideism)-ই হোক। সবক্ষেত্রেই শঙ্করের বেদান্ত পাদটীকা হিসাবে কাজ করে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২) ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। ভারতীয় দর্শন। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৩) সান্যাল, জগদীশ্বর। ভারতীয় দর্শন। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা।

৪) সেন, দেবব্রত। ভারতীয় দর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

৫) সেনগুপ্ত, প্রমধবন্ধু। ভারতীয় দর্শন। ব্যানার্জী পাবলিশ, কলকাতা।

৬) পাল, বিপদভঞ্জন। বেদান্তসারঃ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

৭) লোকেশ্বরানন্দ স্বামী। উপনিষদ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৮) Chatterjee, SC & Datta. DM, An introduction to Indian Philosophy|| University of Calcutta, Kolkata.

৯) Sharma, Chandradhar. A Critical Survey of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass Publishers, Delhi.

১০) Hiriyanna, M. Outlines of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass Publishers, Delhi.

১১) Hiriyanna, M. The Essentials of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass Publishers, Delhi.

১২) Sanyal, Jagadiswar. Guide to Indian Philosophy. Sribhumi Publishing Company, Kolkata.

১৩) Sinha, K.P. The Self in Indian Philosophy. Punthi Pustak, Calcutta.

১৪) Radhakrishnan, S. Indian Philosophy. Vol-1 & 2 , Oxford University Press , Delhi.